তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৮

**উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করা হচ্ছে**

 **--- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি):

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে প্রবেশের হার আগের চেয়ে বেড়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড ডিজ্যিাবিলিটি নেটওয়ার্ক (বিবিডিএন) আয়োজিত প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকুরি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তারা পরিবার বা সমাজের বোঝা হবে না, সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে। তাদের কর্মসংস্থানের কাজটি সরকারের পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়েও ভূমিকা রাখতে হবে। যেভাবে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসছে এবং প্রতিবন্ধীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুয়োগ তৈরি করে দিচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে আমাদের একটু সংবেদনশীল, সহমর্মিতা ও সচেতনতা হওয়া দরকার।

 মন্ত্রী আরো বলেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নানা রকমের প্রচলিত ট্রেডের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যদি ফ্রিল্যান্সিংয়ের ট্রেনিং দেয়া যায় তারা সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। এ সময় তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বিবেচনায় রাখার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

 এর আগে মন্ত্রী চাকুরি মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিপ্রাপ্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

#

জাকির/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৭

**পরিবেশগত সহযোগিতা গড়তে সংযুক্ত আরব আমিরাতের**

**পরিবেশমন্ত্রীর সাথে পরিবেশমন্ত্রী সাবের চৌধুরীর বৈঠক**

দুবাই, (১৯ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতে সে দেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশমন্ত্রী ড. আমনা বিনতে আবদুল্লাহ আল দাহাকের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন।

 বৈঠকে পরিবেশমন্ত্রী এবং মন্ত্রী আল দাহাক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বন সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে মূল্যবান মতামত এবং কৌশল বিনিময় করেন। উভয় পক্ষ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব কমাতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে টেকসই পদ্ধতি এবং নীতি প্রয়োগের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

 মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী প্যারিস চুক্তি এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উল্লিখিত পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সমর্থনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সামগ্রিক পরিবেশগত উদ্দেশ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি COP28 থেকে উদ্ভূত UAE ঐকমত্য, বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা এবং মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক এবং দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন বলে জানান।

 মন্ত্রী আল দাহাক জলবায়ু পরিবর্তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশ্ব নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এবং বিশ্ব অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করার সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি নবায়নযোগ্য শক্তি, সংরক্ষণ প্রয়াস এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপক কৌশলগুলোতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগ এবং বিনিয়োগ তুলে ধরেন। এ সময় উভয় মন্ত্রীই পরিবেশ রক্ষায় উভয় দেশের যৌথ দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন এবং আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত কৌশল ও কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

 এর আগে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আহমেদ আলী আল সায়েঘের সাথে ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় মন্ত্রীই বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নতুন করে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করতে সম্মত হন।

#

দীপংকর/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২২৩৫ ঘণ্টা

Handout Number: 3076

**Environment Minister Saber Chowdhury Meets**

**with UAE Counterpart to Forge Environmental Cooperation**

Dubai, 19 February:

 Today, the Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury engaged in a bilateral meeting with the Minister of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak.

 The meeting, held in Dubai, marked a significant step towards fostering collaboration between the two nations in addressing pressing climate change, environmental and sustainability challenges.

 During the discussions, Minister Chowdhury and Minister Al Dahak exchanged valuable insights and strategies aimed at tackling climate change, preserving forests, and safeguarding the environment for future generations. Both parties expressed a strong commitment to implementing sustainable practices and policies to mitigate the adverse effects of climate change and promote environmental conservation.

 Minister Chowdhury emphasized Bangladesh's dedication to achieving its environmental goals outlined in various international agreements, including the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. He underscored the importance of international partnerships and cooperation in achieving collective environmental objectives. He said for the implementation of UAE Consensus originating from COP28, Bangladesh’s National Adaptation Plan and Mujib Climate Prosperity Plan requires international and bilateral cooperation and solidarity.

 Minister Al Dahak commended Prime Minister Sheikh Hasina’s global leadership in climate change and reiterated UAE's commitment to collaborating with Bangladesh and global partners to address climate change challenges effectively.

 The meeting concluded with a mutual agreement to enhance cooperation through knowledge sharing, technical assistance, and joint initiatives. Both ministers affirmed their countries' shared responsibility in safeguarding the planet and pledged to work closely together to advance environmental sustainability at regional and global levels.

 Earlier today Environment Minister Saber Hossain Chowdhury held a productive bilateral meeting with State Minister for Foreign Affairs Ahmed Ali Al Sayegh at the Ministry of Foreign Affairs in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

 Both agreed to strengthen partnership amongst the two brotherly nations with renewed focus on trade and investment.

#

Dipankar/Rafiqul/Joynul/2024/2200 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৫

**বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে এসিল্যান্ডদের ভূমি অফিস পরিচালনা করতে হবে**

 **--- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি):

 বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে ভূমি অফিসে ভূমিসেবা প্রদানে নিয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের গণকর্মচারীদের পরিচালনা করার জন্য এসিল্যান্ডদের অনুশাসন দিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ।

 ভূমিমন্ত্রী আজ তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবনের কেন্দ্রীয় সেমিনার হলে ভূমি সংস্কার বোর্ড আয়োজিত ‘দুর্নীতিমুক্ত স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল এর সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান।

 মন্ত্রী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী এডিসি রেভিনিউ ও এসিল্যান্ডদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের আওতায় যারা কাজ করে নাগরিকদের ভূমি সেবা দিচ্ছেন, যেমন কানুনগো, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, তাদের কাজে আপনাদের নেতৃত্বের প্রতিফলন হয়। কর্মশালায় ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন কালেক্টরেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ অংশগ্রহণ করেন।

 ভূমি প্রশাসনে নেতৃত্ব দেওয়ায় এগিয়ে থাকতে হলে ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন ও বিধিবিধানসহ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে থাকতে হবে। এসময় ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন ও বিধিবিধান নিয়মিত চর্চা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন ভূমিমন্ত্রী। একইসাথে তিনি সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে কর্মকর্তাদের কাজ করার আহ্বান জানান।

 দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে মন্ত্রী আরো বলেন, স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নে গতি আনতে ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনার আওতায় বেশকিছু জেলায় অবস্থিত ভূমি অফিসসমূহকে নিবিড় তত্ত্বাবধানে আনা হচ্ছে।

 ভূমি সচিব জানান, ভূমি প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা না পেলে সামগ্রিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি সেক্টরই ভূমির সাথে সম্পৃক্ত। এই সময় সচিব জানান, ই-নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর এবং খতিয়ান ও ম্যাপ সেবা নিতে বর্তমানে আলাদাভাবে সিস্টেমে প্রবেশ করতে হয়; ভূমিসেবা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে একবার লগইন করেই যেন প্রতিটিতে এই সেবা গ্রহণ করা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

#

নাহিয়ান/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৪

**দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে**

**জনপ্রতিনিধিদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে**

 **--আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন, (১৯ই ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ নির্মূলের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃণমূল জনপ্রতিনিধিদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নিতে সকলের সহায়ক ভূমিকা অপরিহার্য। এতে করে আমরা আত্মনির্ভরশীল বঙ্গবন্ধুর সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবো।

তিনি আজ বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভায় পৌর মেয়র, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সমন্বিত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সারাদেশে গণমুখী ও বাসযোগ্য টেকসই গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তথাকথিত আন্দোলনের নামে দেশকে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে ষড়যন্ত্র করছে। তিনি এসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

#

আহসান/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/২০১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৭৩

**ইউনেস্কোর প্রতিনিধির সঙ্গে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি):

 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে ইউনেস্কো বাংলাদেশ এর প্রধান ড. সুজান ভাইজ সাক্ষাৎ করেন।

 সাক্ষাৎকালে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এআই লিটারেসি, সাইবার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় আইন এবং নীতিমালা নিয়ে আইসিটি বিভাগ ও ইউনেস্কো কীভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

 সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, ডিজিটাল লিটারেসি-এর মাধ্যমে সহনশীল এবং প্রগতিশীল প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনেস্কোর সাথে ‘এজেন্সি টু ইনোভেট’ এর আওতায় এটুআই প্রকল্প ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। তিনি বলেন, আগামী দিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং ব্যবসায়ীদের আরো বেশি সচেতন করে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং প্রশাসনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদেরকেও এআই সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী জানান, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এআই নীতিমালা প্রণয়ন ও আইন করা হবে। এ নিয়ে ইউনেস্কো বাংলাদেশকে সহযোগিতার পথরেখা তৈরি করছে। তিনি বলেন, ইউনেস্কোর সঙ্গে ১৮-২৫ বছরের শিক্ষার্থীদের সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে ‘এটুআই হিউম্যান ডেভলপমেন্ট মিডিয়া উইং’। এছাড়াও সারা দেশে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এআই বিষয়ে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সচেতন করা হবে।

 স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে আইসিটি বিভাগ এবং ইউনেস্কো একসাথে কাজ করবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় যে পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে স্মার্ট দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারের সেবাগুলো পেপারলেস এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

 ইউনেস্কো বাংলাদেশ এর প্রধান ড. সুজান ভাইজ বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতার বেশ কয়েকটি ভালো জায়গা খুঁজে পেয়েছি। এর মধ্যে অন্যতম এআই। এ সময় স্মার্ট সিটি, স্মার্ট সিটিজেন ও স্মার্ট লিডার গড়তে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলেও জানান ইউনেস্কো বাংলাদেশ প্রধান।

#

নাজির/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭২

**জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উদ্যাপন অনুষ্ঠান ২৫ ফেব্রুয়ারি**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি):

 আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪’ উদ্যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে সারা দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন হাজার জনপ্রতিনিধি ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

 জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুরোধ জানানো হয়।

#

হাবিবুর/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭১

**টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি):

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

 ‘আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক ২০২৪ প্রদান করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকবেন।’

#

আইরীন/ফয়সল/শফি/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭০

**রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে**

 **--দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন, (১৯ই ফেব্রুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমান বলেছেন, গত সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা নাগরিক মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের কক্সবাজার উপকূলে আশ্রয় নিয়েছে। ২০১৭ সালে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার তাদের উদারভাবে গ্রহণ করে আশ্রয় দিয়েছে। তবুও এই উদারতা আমাদের অর্থনীতির জন্য একটি বড় আকারের বোঝা হিসেবে পরিণত হতে বেশি সময় নেয়নি। বছরে আমাদের এই খাতে খরচ হয়েছে প্রায় ১২০ কোটি টাকা। এছাড়াও শরণার্থীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিদেশি সাহায্য কমে আসার কারণে খরচের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তিনি বলেন, এর পাশাপাশি শরণার্থীদের আগমনের কারণে স্থানীয় চাকরির বাজারেও প্রভাব পড়েছে, শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শ্রমের মূল্য কমেছে। ফলে স্থানীয় শ্রমিকদের কাজের সুযোগ কমে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন ধরনের সমাধানে না আসা পর্যন্ত এই সমস্যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে রেখেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার গুলশানে এজ গ্যালারিতে ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটি (আইআরসি) আয়োজিত ‘থ্রু দ্য লেন্স অফ হোপ: রোহিঙ্গা ক্রাইসিস আনফোল্ডেড’ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হল নিরাপদে, স্বেচ্ছায় এবং স্থায়ীভাবে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, আইআরসির এমন একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমরা এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা করছি, যার মাধ্যমে জাতিসংঘের প্রতিনিধি, দাতা সংস্থা, ইউএসএইড এবং বিশ্বনেতারা সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হতে পারবেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান, ইউএসএইড-এর মিশন ডিরেক্টর রিড জে একিলম্যান, ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধি এমএস সুম্বুল রিজভি, ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিনা রহমানসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা, মিশন, জাতিসংঘ এবং এনজিও প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৯

**এন্টিমাইক্রোবিয়াল এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন, (১৯ই ফেব্রুয়ারি) :

এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) একটি জরুরি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে উল্লেখ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আবদুর রহমান বলেছেন, রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহ এন্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধসমূহের প্রতি তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি করে চলেছে। ফলে বিশ্বজুড়ে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসাবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ এ সমস্যায় সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় যে এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবহার করা হয় তা যেন যথাযথ হয় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

আজ ঢাকার গুলশানে বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা (WOAH) এর কারিগরি সহায়তায় ‘এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে এন্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার ও করণীয়’ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মোঃ আলমগীর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মোঃ সালাউদ্দিন, বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডা. নাহোকো ইডা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ট্যারেন্স টিনো ফুসায়ার বক্তব্য প্রদান করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, এন্টিমাইক্রোবিয়াল মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের জন্য একটি জীবন রক্ষাকারী ওষুধ। এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবহারে প্রাণিস্বাস্থ্যের ওপর যেমন প্রভাব রয়েছে তেমনি পরিবেশের ওপরও প্রভাব রয়েছে। তবে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে এন্টিমাইক্রোবিয়ালস এর ব্যবহারের পরিমাণ জানা এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি।

এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর)-কে  জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগজনক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, একটা সময় জীবন বাঁচানোর তাগিদে আমরা এন্টিবায়োটিক পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে এর যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে এটি ভয়ানক রূপে ধরা দিয়েছে। তিনি এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এর অশুভ প্রভাব যেন গবাদিপশু, মাছ, মাংসে না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রাণিচিকিৎসায় রেজিস্ট্যার্ড ভেটেরিনারিয়ানের প্রেসক্রিপশন এবং পরামর্শ ছাড়া এন্টিমাইক্রোবিয়াল ব্যবহার করা উচিত নয় উল্লেখ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, মানব ও প্রাণিস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর)-এর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের কৃষকদের সচেতন করা দরকার। তিনি এন্টিমাইক্রোবিয়ালের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল খামার পর্যায়ে কার্যকর নিয়ন্ত্রকের কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রাণিজ আমিষ যেমন মাছ, মাংস, ডিম উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি এবং দুধ উৎপাদনে বর্তমানে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও অচিরেই তা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

তিনি জানান, বাংলাদেশ একটি জাতীয় এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) সার্ভিলেন্স কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২৫ প্রণয়ন করেছে এবং একইসাথে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৭ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

#

নাজকমুল/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৮

**বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন, (১৯ই ফেব্রুয়ারি) :

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)-এর সাথে জাপানের রাষ্ট্রদূত IWAMA Kiminori আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী ‘হস্তশিল্প’-কে বর্ষপণ্য ঘোষণা করেছেন জানিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেন, সরকার ‘একটি গ্রাম, একটি পণ্য’ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বাড়াতে কাজ করছে। তিনি এ কর্মসূচি সফল করতে জাপানের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

জাপানের রাষ্ট্রদূত এ কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়ে ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে জানান, জাপান বাংলাদেশকে সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে চায়। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জাপান অংশীদার হয়ে কাজ করতে আগ্রহী। রাষ্ট্রদূত এ সময় আগামী বছর জাপানে অনুষ্ঠিতব্য ‘ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২৫’- এ বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

#

আসিফ/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৭

**রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস এর প্রতিবেদনে ভুল তথ্য আছে, বাস্তবতার প্রতিফলন নেই**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন, (১৯ই ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ২০২৩ সালের মে মাসে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে ভুল তথ্য আছে এবং সেখানে বাস্তবতার প্রতিফলন নেই বলে মন্তব্য করেছেনতথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) এর প্রতিবেদন ও র‌্যাংকিং নিয়ে প্রেস ব্রিফ্রিংকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস্ (আরএসএফ)-এর ওয়েবসাইটে যে প্রতিবেদন ও র‌্যাংকিং প্রকাশ হয়েছে, তা নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সাধারণ জনগণের মধ্যে হতাশা আছে। ওয়েবসাইটে ভুল, অর্ধসত্য ও অপর্যাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে ১৬৩তম দেখানো হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশ, সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য বর্তমান সরকারের অব্যাহত উদ্যোগকে অস্বীকার করা হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার অবাধ স্বাধীনতার প্রকৃত চিত্রের বিপরীতে আরএসএফ-এর মূল্যায়ন অগ্রহণযোগ্য, পক্ষপাতদুষ্ট এবং সত্যের বিচ্যুতি বলে সরকার মনে করে।

অধ্যাপক আরাফাত বলেন, আরএসএফ-এর ওয়েবসাইটে ছয়জন সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম রতন, আহমেদ খান বাবু, গোলাম মোস্তফা রফিক, খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এবং এস এম ইউসুফ আলী সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে তারা আটক হয়ে জেলে আছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী তাদের নিয়ে আরএসএফ-এর এ দাবি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

ব্রিফিংয়ে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আরএসএফ-এর প্রতিবেদনে প্রচুর ভুল, অর্ধসত্য, অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে র‌্যাংকিং করা হয়েছে। এ ধরনের সূচক বা র‌্যাংকিংকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেকেই আমাদের সাথে কথা বলার সময় বলতে চান যে আমাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নেই। এ র‌্যাংকিং পুনর্মূল্যায়নের জন্য আরএসএফকে দাপ্তরিকভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আরএসএফ-এর বাংলাদেশ অধ্যায়ে বর্ণিত তথ্য অসম্পূর্ণ, অপর্যাপ্ত এবং বিভ্রান্তিকর। আরএসএফ-এর দাবির বিপরীতে দেখা যায় ২০০৯ সাল থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সরকারি গণমাধ্যমের চেয়ে বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, নারী ও গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নমুখী নানা অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার করে। জনকল্যাণে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত সব উন্নয়ন কাজ জনগণের কাছেই তুলে ধরে এ দু’টি সম্প্রচার মাধ্যম। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে প্রতিনিয়তই সেতুবন্ধ তৈরি করছে বিটিভি ও বেতার। অথচ আরএসএফ-এর রিপোর্টে উল্টোভাবে বলা হয়েছে।

-২-

প্রতিমন্ত্রী আরাফাত বলেন, সাইবার স্পেসকে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) চালু  করে। তবে আইনের কিছু ধারা নিয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ডিএসএ বাতিল করে এর পরিবর্তে ২০২৩ সালে সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ) প্রণয়ন করে বাংলাদেশ সরকার। এই আইনে সংবাদ প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত মানহানি মামলায় সাংবাদিকদের গ্রেফতারের পরিবর্তে আইনি তলব করার বিধান রাখা রয়েছে। আইনগত প্রেক্ষাপট নিয়ে আরএসএফ-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনের উদ্বেগ এই মুহুর্তে প্রাসঙ্গিক নয়। এ বিষয়গুলো আরএসএফ এর পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত এবং তার একটা প্রতিফলন তাদের পরবর্তী প্রতিবেদনে থাকা উচিত।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও গণমাধ্যমের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বজায় রাখতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা ও তাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সাংবাদিক পরিচয়পত্র নীতিমালা,২০২২ চূড়ান্ত করেছে, ২০১৪ সালে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করেছে। সাংবাদিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মানসম্মত বেতন ও জীবিকা নিশ্চিত করতে সরকার নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছে এবং দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ভালো উদ্যোগসমূহ আরএসএফ-এর প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আরএসএফ-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বর্তমান র‌্যাংকিং একবারেই বাস্তবতা বহির্ভূত। আরএসএফ-এর এ ধরনের রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। বাংলাদেশ সরকার চায় আরএসএফ বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরুক এবং যে প্রতিবেদন অর্ধসত্য এবং ভুল তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে তার পুনর্মূল্যায়ন করুক।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা সত্য দিয়ে অসত্য মোকাবিলা করতে চাই। গণমাধ্যমের পরিবেশ নিয়ে যেখানে সত্যিই উন্নতি করার সুযোগ আছে সেখানে সরকার তা করবে। আমরা সত্যিকার অর্থেই আরএসএফ এর র‌্যাংকিংয়ে উপরে উঠতে চাই।

#

ইফতেখার/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন, (১৯ই ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৩২ শতাংশ। এ সময় ৭২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৯১ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/মোশারফ/রেজাউল/২০২৪/১১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৫

বাণিজ্য সিনিয়র সচিবের অস্ট্রেডের উপ-নির্বাহী প্রধানের সাথে বৈঠক

**বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ**

ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া), ১৯ ফেব্রুয়ারি :

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের অস্ট্রেলিয়া সফরকালে সেদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক কমিশনের (অস্ট্রেড) উপ-নির্বাহী প্রধান ফিলিপ্পা কিং-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি দু’দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

বৈঠকে তপন কান্তি ঘোষ তৈরি পোশাক ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করেন। অস্ট্রেডের উপ-নির্বাহী প্রধান উচ্চ শিক্ষার বিকল্প মডেল হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্বদ্যিালয়ের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ওপর জোর দেন। বৈঠকে উচ্চ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রমে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা চাওয়া হয়। দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ যৌথভাবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজনের বিষয়েও এসময় আলোচনা হয়।

সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ সফরকালে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য দপ্তরের সহকারী সচিব গ্যারি কাওয়ান, অস্ট্রেলিয়ান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বাণিজ্য বিষয়ক প্রধান ক্রিস বার্নস এবং সেদেশে স্থানীয় বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া চেম্বারের সদস্যদের সাথেও বৈঠক করেন। তিনি বৈঠককালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরবর্তী সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশকে অব্যাহত রাখার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থন কামনা করেন। এসময় অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশকে এ সুবিধা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার আশ্বাসের প্রশংসা করেন বাণিজ্য সচিব। এছাড়া, অগামী মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয় সভায় ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্টেকে পরবর্তী ধাপে উন্নয়নের জন্য করণীয় সম্পর্কিত আলোচনা হয়।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের আয়োজনে সিডনিতে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৪ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারের অধিক। গত দশকে দু’দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১১ শতাংশ। বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া প্রতিশ্রুতিশীল এ বাণিজ্যিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

#

তৌহিদুল/ফাতেমা/রাসেল/আসমা/২০২৪/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩০৬৪

**তেল -গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরো বাড়ানো হবে**

 **-জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

হবিগঞ্জ, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাড়ানো হবে। অফসুর -অনসুর উভয় জায়গায় অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়বে। এছাড়া, চাহিদা পূরণ করে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরবরাহের সকল উৎসের দিকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল হবিগঞ্জে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠান শেভরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের। দেশীয় কোম্পানিগুলোর যন্ত্রপাতি ও উত্তোলন সামগ্রী বিশ্বমানের করা ও নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে গ্যাসের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা হবে।

এ সময় অন্যানের মাঝে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্রনাথ সরকার ও শেভরন বাংলাদেশ অফিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরিক এম ওয়াকার উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/মাসুম/২০২৪/১৪৩৫ ঘণ্টা

Handout Number: 3063

Ghanaian Foreign Minister Arrives Dhaka

 Dhaka, 19 February:

Foreign Affairs and Regional Integration Minister of Ghana Shirley Ayorkor Botehwey has arrived today at the Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka. The delegation led by the Foreign Minister was well received by Director General (Africa) A F M Zahid Ul Islam at the airport.

The Ghanaian delegates have come to Dhaka for a bilateral visit and will have several meetings during their stay to discuss the issues of common interests.

#

Akram/Fatema/Robi/Ali/Masum/2024/1200 hour.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬২

**বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদানে বিডা বদ্ধপরিকর**

 **-বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া বলেছেন, বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ পরবর্তী সকল সেবা প্রদানে বিডা বদ্ধপরিকর।

গতকাল ঢাকায় বিডার মাল্টিপারপাস হলে ‘Meet with Japanese Investors; ‘Investment Facilitation and Aftercare Services’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান একথা বলেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, গত ১৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশে চমৎকার বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আর স্মার্ট বিনিয়োগসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিডা। সেবা প্রদানে সংস্থাটি ওএসএস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল বিনিয়োগসেবা প্রদানসহ বিনিয়োগ পরবর্তী সময়েও বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান করে আসছে।

লোকমান হোসেন বলেন, বিনিয়োগের পরবর্তীতে একজন বিনিয়োগকারী ই-কর্মাস, ট্রেড মার্ক ইস্যু, ভিসা ইস্যু, যন্ত্রপাতি আমদানিসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে থাকেন। বিডা ইনভেস্টমেন্ট আফটারকেয়ার উইংয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের এ সকল চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সমাধানে যাবতীয় পরামর্শ, সাহায্য ও সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এছাড়া, তিনি জাপানের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই জাপান অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাপানের অবদান অনস্বীকার্য।

দিনব্যাপী আয়োজিত এ কর্মশালায় বিডার নির্বাহী সদস্য অভিজিৎ চৌধুরীর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জাপান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি Myung Ho Lee ও জেট্রোর ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজুনোরি ইয়ামাদা।

#

প্রশান্ত/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১৪৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬১

**শিশুদের সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে সরকার**

 **- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শিশুদের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য দেশ তৈরি করতে কাজ করছে সরকার। শিশুদের সুন্দর পরিবেশে বিকশিত করা হবে এবং আগামীর স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে উঠতে হবে।

মন্ত্রী গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সরকারি শিশু পরিবার আয়োজিত পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শিশু পরিবারে মাতৃ-পিতৃহীন শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে উঠে এবং তাদের শিক্ষা ও মননের বিকাশ নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয়েও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হতে পারে।

পরে মন্ত্রী নিবাসীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ সচিব মো: খায়রুল আলম সেখ ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক
ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল উপস্থিত ছিলেন।

#

জাকির/ফাতেমা/রবি/আলী/আসমা/২০২৪/১১৪৩ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬০

**একুশে পদক প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি ‘একুশে পদক ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় দেশের যে সকল বিশিষ্ট গুণিজন ‘একুশে পদক ২০২৪’ পেয়েছেন আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাতৃভাষা প্রত্যেক জাতির অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকা এক অনন্য সুন্দর অনুভূতি। বাংলা ভাষা প্রত্যেক বাঙালির অহংকার। মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি পায়।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভেঙে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই দেশের জন্ম হয়। হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিলো আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষা দিবস আজ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষাকে সম্মান জানানোর উৎসবে পরিণত হয়েছে। এছাড়া, ২০১০ সালে ইউনেস্কোর একদল ভাষাবিজ্ঞানীর দীর্ঘ গবেষণার পর পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রুতিমধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে আমাদের মাতৃভাষা ‘বাংলা’।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে। গুণিজন তৈরি করতে গুণের কদর করতে হয়। পরিপ্রেক্ষিতে গুণীদের প্রণোদনা দিতে সরকার একুশে পদকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করে থাকে। গুণিজনদের সম্মাননা প্রদান দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি মনে করি। একুশে পদকে ভূষিত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে দেশে মেধা ও মননচর্চার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/১১৪০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৯

**একুশে পদক প্রদান উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৬ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২০ ফেব্রুয়ারি একুশে পদক ২০২৪ প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“প্রতি বছর মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদগণের স্মরণে একুশে পদক প্রদান আমাদের সকলকে জাতীয়তাবোধের চেতনায় ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে। যুগে যুগে অধিকার সচেতন বাঙালি জাতির বীরত্বগাঁথা লিপিবদ্ধ হয়েছে লড়াই-সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অর্জনের ইতিহাসে। ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের যে লড়াই শুরু হয়, তারই ধারাবাহিকতায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনায় পূর্ব বাংলার মানুষ একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সফলতা লাভ করে। আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে সকল বীর শহিদ আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, আজ আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দানকারী সে সময়ের তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষা সৈনিকগণকে, যাঁদের দূরদর্শী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এবং চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছে।

একুশের শহিদগণ যেমন জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, তেমনি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সকল গুণিজন জাতির গর্ব ও অহংকার। যদিও প্রকৃত গুণিজন পুরস্কার বা সম্মাননার আশায় কাজ করেন না, তবু পুরস্কার-সম্মাননা জীবনের পথ চলায় নিরন্তর প্রেরণা যোগায়। একুশের চেতনাকে ধারণ করে দেশের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখছেন, তাঁদের সকলের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা গৌরবময় একুশে পদক প্রদান করছি। ইতোপূর্বে প্রতি বছর বাংলাদেশের অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকে ভূষিত করা হতো। পদকপ্রাপ্তদের সম্মানী অর্থের পরিমাণও ছিলো যতসামান্য। আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য ব্যক্তিদের পুরস্কার হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ কয়েক দফা বৃদ্ধি করে গত ২০২০ সালে আমরা চার লাখ টাকায় উন্নীত করেছি। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত মোট ৫৬৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ সালে আমরা মোট ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে এ পদকের জন্য মনোনীত করেছি। এবারে আমরা ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য দু'জন, ভাষা ও সাহিত্যে চারজন, শিল্পকলায় বারজন, শিক্ষায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবায় দু’জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এ পদক প্রদান করছি। যারা মরণোত্তর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি। আর যারা আজ পুরস্কার গ্রহণ করছেন তাঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে গত ১৫ বছরে দেশের আর্থসামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশকে আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বর্তমানে আমরা ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। আমাদের জনগণ, অর্থনীতি, সরকার ও সমাজব্যবস্থা পুরোটাই হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। আমি আশা করি, এবারের একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণিজনের পথ অনুসরণ করে তরুণ প্রজন্ম জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহান/ফাতেমা/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ